আজকের কাগজ

তারিখ 08 DEC 1994
পৃষ্ঠা 8 কলাম 8

ছাত্র রাজনীতি

দেশের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নে ছাত্র সমাজের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানী শাসক দল যখন বাঙালির মায়ের ভাষা বাংলার পরিবর্তে বাঙালির ঘাড়ে "উর্দু" চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল বাংলার ছাত্র সমাজ ঐ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। মাতৃভাষার প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে রফিক, জব্বার, সালাম, বরকতসহ আরও অনেকের রক্তের বিনিময়ে ছাত্র সমাজ মায়ের ভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠা করে। ভাষার জন্যে রক্তদান যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। গণঅভ্যুত্থান ঘটিয়ে পাকিস্তানী শাসকদের ভিত্তি নরবড়ে করে দেয়। তারপর আসে সেই ১৯৭১। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বীর সৈনিক হিসেবে বাংলার লাখ লাখ ছাত্র দেশের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছিল। অনেক ছাত্র বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছিল। স্বাধীন হলো আমাদের এই দেশ। যার নাম হলো "বাংলাদেশ"। এই জাতি ছাত্র সমাজের কাছে যথার্থই ঋণী। স্বাধীনতার পর থেকেই ছাত্রদের মাঝে শুরু হয় অস্ত্রের প্রতিযোগিতা। ছাত্ররা বিভিন্ন দলের ক্রীড়নক হয়ে ব্যবহার হয়ে আসছে। সৃষ্টি করেছে সন্ত্রাস। ছাত্রদের সন্ত্রাসের কারণে এ যাবৎ বহু ছাত্র প্রতিপক্ষের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে।

বেশ কিছুকাল যাবৎ ছাত্ররা সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজিতে মেতে উঠেছে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের কারণে পিতা-মাতারা তাদের সন্তানদেরকে শিক্ষাঙ্গনে পাঠিয়ে নিশ্চিন্তে

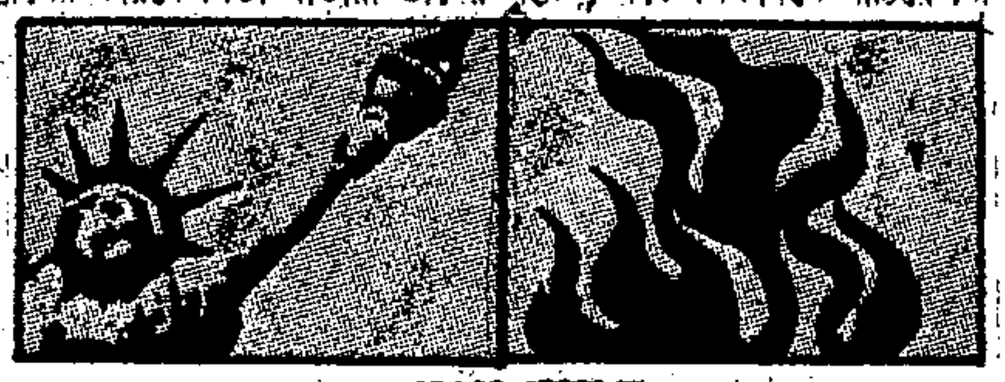

থাকতে পারছে না।

ছাত্রদের সন্ত্রাসের কারণে দেশের সাধারণ মানুষের মনে ধারণা জন্মেছে যে, ছাত্র মানেই সন্ত্রাসী, আর শিক্ষাঙ্গন মানেই সন্ত্রাসীদের আখরা। শিক্ষাঙ্গনে যেভাবে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ছে তাতে অচিরেই জাতি মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়বে। গত ২০ নভেম্বর চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের ছাত্র শিবিরের ছাত্র নামধারী গুণ্ডাদের ব্রাশ ফায়ারে ছাত্রদলের দু'জন ছাত্র প্রাণ হারায়। মুষ্টিমেয় কিছু ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাসের কারণে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা ছাত্র রাজনীতির উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। বেশ কিছুদিন আগে ওসমানী মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র রাজনীতির পক্ষে বিপক্ষে ভোট গ্রহণ করা হয়। তাতে শতকরা ৬৫ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীরা ছাত্র রাজনীতির বিপক্ষে রায় দেয়। সম্প্রতি শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার লক্ষ্যে সারা দেশের শিক্ষাঙ্গন থেকে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা একান্তভাবে প্রয়োজন। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ গভীরভাবে ভেবে দেখবেন বলে আশা করি।

শ্রী সঞ্জয় দাশ (আনন্দ)
নাকালিয়া, পাবনা।